টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।

এ ছাড়া অতি সুলভে বিনি, মফৎলাল গ্রুপ, গোয়ালিয়র স্যুটিং এবং টাটা মিলের যাবতীয় সুতী টেরিকট ও টেরিলিনের টুকরা ছিটের শ্রেষ্ঠ সম্ভার।

মুদ্রা বস্ত্রালয়

জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১১ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৭৭ ইং 24th Oct. 1970 { ২৩শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে…

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

টেণ্ডার নোটীশ

মনিগ্রাম অঞ্চলে খেরুর মৌজায় জে. এল নং ৪৮ দাগ নং ১০৬৯ ১০ একর ৯৬ শতক পরিমাণ দীঘিতে বার হাত চওড়া বাঁধ তৈরী হইবে। উক্ত কার্য্যের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্নে যোগাযোগ করুন।

শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
সাং ও পোঃ খেরুর, জেলা মুর্শিদাবাদ

স্টুডেন্টস ফেভারিট

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

দয়ার সাগর বরের বাবা
কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে,
মায় গহনা দান সামগ্রী
চারটী হাজার বল্লে হেঁকে।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ —'তবু রঙ্গে ভরা' ॥

পশ্চিমবঙ্গে বহুপ্রকারের রাজনৈতিক দল দীর্ঘ-দিন হইতে প্যাঁচ কষাকষি খেলিতেছেন। কেরলের বিগত অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর আর এক নূতন পথে এই সব তৎপরতা মোড় লইয়াছে। অবশ্য ইহা সকলেরই জানা যে, এই রাজ্যে কিছুদিন হইল, আট-দল ও ছয়-দল ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই তাহারা স্ব স্ব মত ও পথ বাছিয়া লইয়াছে। উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের আগামী নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়া। প্রত্যেকেই চায় সরকার গঠন করিতে। নব কংগ্রেস আবার এই সুযোগে একটি মওকা পাইয়াছে। আদি-কংগ্রেস ততটা নিশ্চিন্ত নয়। বাংলা কংগ্রেস নব কংগ্রেসের সহিত একটু বেশী রকম গা-মাখামাখি করিতে চাহেন বলিয়া অনেকেই মনে করেন। এই সব ব্যাপারে মূল লক্ষ্য সি, পি, এম কে দূরে রাখা অর্থাৎ ভোটের আসর হইতে হটাইয়া দেওয়া। তবে সি, পি, আই এইবার সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ কেরল নয়। কেরলের মত এখানেও নব কংগ্রেস তাঁহাদের সেরকম পাত্তা দিবেন—ইহা কষ্ট কল্পনা। সি, পি, এম এর সার্বিক গতিবিধি যে উদ্দেশ্যই বহন করুক না কেন, সি, পি, আই-কে তাঁহারা কোণঠাসা করিতে চেষ্টা করিবেন। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা ফরওয়ার্ড ব্লক, এস, ইউ, সি, প্রভৃতিদের এবং 'অষ্ট বসু' র আর আর কাহাকেও ছয়-এর দলে ভর্ত্তি করিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হন। সেইহেতু রাজ্যে আগামী নির্বাচনে আট-দল, ছয়-দল এবং বাং-নব-কং-দল আখ্যায় যদি তিনটি ফ্রন্ট বা শিবির আপন আপন শক্তির পরিচয় দিতে অবতীর্ণ হন, তাহাতে বিস্ময়ের কী আছে? তবে ভঙ্গ বঙ্গদেশে খণ্ড-বিখণ্ড বাঙ্গালী যে হালে পড়িয়াছেন বা পরিতে-ছেন, তাহার খবর রাখার প্রয়োজন এখন আর নাই।

কারণ এ একটা আত্মঘাতী পরিণাম ডাকিয়া আনিতেছে। বর্তমান যেখানে ডুবিতেছে, সেখানে ভবিষ্যৎ লইয়া কী হইবে? গণতন্ত্রের নিরাপদ মুখোশের আড়ালে দলবাজি মাথা চাড়া দিয়াছে। দলীয় স্বার্থপূরণের জন্য খুন-জখম-লুঠ-সংঘর্ষ অব্যাহত গতিতে চলিয়া আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। নেতারা দলতান্ত্রিক অহিফেনে বুঁদ হইয়া মন্ত্রীত্বের বর্ণালি দেখিতেছেন। আর 'নড়বড়ে প্রশাসন ও কারারুদ্ধ শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং বিকলাঙ্গ অর্থনীতিতে দেশ দিন দিন প্রগতির পথে যাইতেছে।

নিরীহ পথচারী কতদিন মার খাইবে? এখন আবার পুলিশ-খুনের হিড়িক আরম্ভ হইয়াছে। হত বা আহত যাঁহারা হইয়াছেন কিংবা হন, তাঁহাদের কেহই কেউকেটা নন। নিতান্ত সাধারণ মানুষ মরিতেছে যাহাদের পশ্চাতে কোন নিশ্চিন্ত সংস্থান নাই। আর রুদ্ধদ্বার কক্ষে সেই সব হত্যালীলার পরিকল্পনা করেন একশ্রেণীর লোক, সুদৃশ্য টেবিলে যাহাদের জন্য বহুমূল্য ভোজ্য অবহেলিত হয়, রঙীন পানীয় ভিন্ন যাঁহাদের তৃষ্ণা মিটেনা। মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটায় এমন সব জিনিস যথেচ্ছ মিলিতেছে। অপকর্মের উৎসমূলে কাহারা—প্রশাসনিক দপ্তর কি তাহাদের জানিতে পারেন না?

ভারতের অপরাপর রাজ্য নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ আজ বেকারত্বে, শিল্প-বন্ধে, ব্যবসায়ের অচলায়তনে অচল, অসাড় হইবার উপক্রম। ইহার উপর আছে আত্মঘাতী তৎপরতা। সর্ববাদী নেতৃত্বের একান্ত অভাব। স্বার্থত্যাগের মহিমা নয়, দলীয় নীতি-সিদ্ধির পথে নানা অপকর্ম সংঘটিত হয়। যাহাদের বলে বলীয়ান্ হইয়া আমরা মসনদ পাই, তাহাদের ক্ষয় করিয়াই চলিয়াছি। ইহাতেও চৈতন্য নাই। ভোটধর্মী গণতন্ত্রে অনেক কিছু দেখা গেল। একদা খাদ্যে ভেজালের জন্য শাস্তির মহা-অঙ্গীকার ইথার তরঙ্গ প্রকম্পিত করিয়াছিল। ইহা ইথারেই বিলীন হইয়াছে। ফাঁসিকাঠে কেহ ঝুলে নাই। উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে সুড়সুড়ি দিয়া (গোপনে) বহুবার উদ্দেশ্য পূরণ করা হইয়াছে। কেন? একমাত্র নির্বাচনী আখের গুছাইবার জন্য। এখন কে সমাজবিরোধী আর কে রাজনীতির প্লেগগ্রস্ত বুঝিবার উপায় নাই। সুবিধামত আখ্যা দিলেই চলে। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে এই সব রঙ্গ না থাকিলে চলিবে কেন?

——

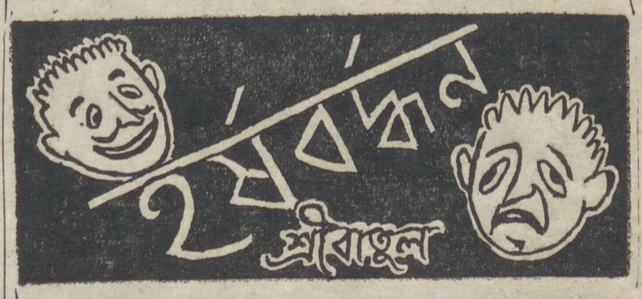

সামনে কালীপূজো! আর এই প্রতিকূল আবহওয়া!

—শুনে কাতুখুড়ো বললেন, বাবা, কোন্‌টা তোমার অনুকূল? এই রাজ্যে ত দেখছ অরাজক-তন্ত্র, তাতে প্রকৃতি কি সাড়া না দিয়ে পারে?

* * *

আচার্য জে, বি, কৃপালনী নিজেকে রাজনীতিক পরিচয় দিতে লজ্জা পাচ্ছেন, কারণ এখন অনেক রাজনীতিক অর্থ পরমার্থ লোভে দলত্যাগ করে অন্য দলে যাচ্ছেন।

—শ্রীকৃপালনী ভুলছেন কেন, 'পুরাতন চলে যায়, নূতন আসে সেথায়'?

* * *

শ্রী এন, কে, জালানের মতে শ্রমিক ইউনিয়ন-গুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে।

—আসলে জ্বালানী ফুরিয়ে যাচ্ছে।

* * *

ফরাক্কার কত জল কলকাতাকে দেওয়া হবে, কেন্দ্র সে সম্পর্কে চুপ। তাই রাজ্যপাল উদ্বিগ্ন।

—কলকাতার অক্কা প্রাপ্তির জন্যে ফরাক্কা, আর তার কলকাঠি কেন্দ্রের হাতে। এ এক ধরণের ট্যান্‌টালাসের পেয়ালা।

আমন ধানের অপূরণীয় ক্ষতি

গত ২৩শে অক্টোবর ভোর-রাত্রি থেকে এক-নাগাড়ে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বৃষ্টির মাত্রা প্রচুর না হলেও ঝড় প্রবল বেগে বয়েছিল। এক নাগাড়ে অবিরাম বৃষ্টি ও ঝড়ের ফলে গ্রাম বাংলার মানুষকে অশেষ দুর্গতির মধ্যে দিনযাপন করতে হয়েছে। অনেকের ঘরের মাটীর দেওয়াল পড়ে গিয়েছে, খড়ের চাল গিয়েছে উড়ে। অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে আমন ধানের। গ্রামাঞ্চলের প্রায় জমির ধানগাছ বাতাসে পড়ে গিয়েছে। এর ফলে এ বছর ধানের পরিমাণ হ্রাস পাবে। চাষীসাধারণ হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

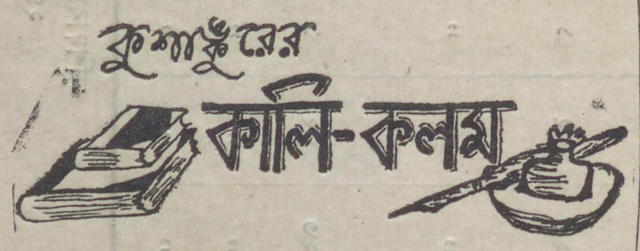

দশভুজে মা আসিলেন। আবার চলিয়াও গেলেন। শত শত কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া মাকে ডাকিলাম। কিন্তু কৈ মা তো উত্তর দিলেন না। থাকার জন্য কত অনুরোধ করিলাম, কত প্রার্থনা করিলাম, কত মিনতি করিলাম। মা শুনিলেন না। মা চলিয়া গেলেন।

শুধু চলিয়াই গেলেন না কাঁদাইয়া গেলেন, ভাসাইয়া গেলেন। তবে এই কী মা! এই কী মায়ের করুণা! প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়াছিলাম কিন্তু মায়ের প্রাণ কী গলিল? আর যদি গলিবেই তবে চলিয়াই বা যাইবেন কেন? যদি গেলেনও তবে আমাদের দুর্দ্দশা হইল কেন? মাকে তো বলিয়াছিলাম দুর্গতি হরণ করিবার জন্য, প্রার্থনা করিয়াছিলাম—বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য, পালন করিবার জন্য। এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা, এত সমস্যা, এত অভাব, এত নৈরাশ্যের কথা কাহার কাছে বলিব? বেশী কিছু তো চাহি নাই। শুধু চাহিয়াছি—অন্ন, বস্ত্র, আলো, সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। চোখের জলে বুক ভাসাইয়া বলিয়াছি—

"শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী,
লাভ ক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ
কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।"

কিন্তু কৈ মা তো শুনিলেন না? দশ প্রহরণ আনিয়াছিলেন—কিন্তু দুর্গতি দূর করিতে কী পারিলেন!

বরং দুর্গতি বাড়িল। বৃষ্টি নামিল, বাদল আরম্ভ হইল, বন্যা ডাকিল, বাতাসের মাতন শুরু হইল। দেশ ভাসিল, ঘর ভাঙিল সন্তান গৃহহারা হইল। আকাশে বাতাসে ক্রন্দনের রোল উঠিল। সমস্যার 'পর সমস্যা বাড়িল, অভাব গগ[illegible]চম্বী হইল। তবে মা কী শুনিয়াছিলেন [illegible] তাহা কী দুর্গত সন্তানদের দুর্গতির ফরিয়াদ নয়! তবে তাহা শুনিয়াও, জানিয়াও, দেখিয়াও বিদায় বেলায় আবার নূতন করিয়া বেদনার সৃষ্টি করিয়া গেলেন কেন?

মা সর্ব্বংসহা। তবে কী সন্তানদেরও সর্ব্বংসহ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। জানিনা মায়ের কী অভিপ্রায়। তবু বেদনার পঙ্কজাত পঙ্কজ লইয়া, মায়ের পুনরাগমনের দিনে, মায়ের চরণতলে নিবেদন করিবার জন্য, প্রতীক্ষা করিব।

দিকে দিকে বোমা বিস্ফোরণ

গত ১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজ পোষ্ট অফিস সংলগ্ন রাস্তার উপর কয়েকটা বোমা প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীদুর্গাপদ সিংহ সেই সময় মোটর সাইকেল-যোগে ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। বোমার কয়েকটা খণ্ডে তিনি সামান্য আহত হন। অনেকের ধারণা ওই বোমাগুলি তাকে উদ্দেশ্য করে নিক্ষেপ করা হয়।

এর কয়েকদিন বাদে জিয়াগঞ্জ রেণুকা টকিজে শো-চলাকালীন একটা বোমা বিস্ফোরণ হয়। এর ফলে কোন দর্শক বা সিনেমা কর্ত্তৃপক্ষের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি বলে প্রকাশ। পরে হাউসের মধ্যে তল্লাসী চালিয়ে কয়েকটি পটকা ও পেট্রোল ভর্ত্তি বাল্‌ব পাওয়া যায়

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই নভেম্বর, ১৯৭০

৩ স্বত্ব/৬৯ ডিঃ গোলেনুর বিবি দেঃ আমিন বেওয়া দিং দাবি ৫৪৬০ পয়সা থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সুজাপুর ১৯ শতক মধ্যে ১৫ শতকের কাত ॥৶২ মধ্যে পড়তামত ।৶১০ আঃ ৫০৲ খং নং ২৭৭ রায়ত স্থিতিবান

৫ মনি/৭০ ডিঃ কমলারঞ্জন গোস্বামী দেঃ পাগল মাল দাবি ১২৫ ৯১ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামচন্দ্র-বাটী ৭ শতক মধ্যে ৫॥০ শতক মায় তদুপরিস্থিত বাড়ী খাজনা ১৲ আঃ ১০০৲ খং নং ১২ রায়ত স্থিতিবান

৬ মনি/৭০ ডিঃ হাজী মীর মোসারফ হোসেন দেঃ দুলালচন্দ্র ঘোষ দাবি ৩০৩৫৯ থানা ফরাক্কা মৌজে শ্রীরামপুর মোট জমি ১·৬০ শতক মধ্যে দেন্দারের ॥০ আনা অংশ খং নং ১৯৮

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই নভেম্বর, ১৯৭০

১০ স্বত্ব/৬৯ ডিঃ মফিজুদ্দিন বিশ্বাস দিং দেঃ এরম আলি বিশ্বাস দিং দাবি ২৯২·০৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ৯ শতক মধ্যে ৬ শতক কাত পড়তামত ১·৩০ আঃ ৫০৲ খং নং ৪৩৫৯ রায়ত স্থিতিবান ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১২ শতকের কাত পড়তামত ৫৩ পয়সা আঃ ১০০৲ খং নং ৩১৩৮ রায়ত স্থিতিবান ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৮৩ শতকের মধ্যে ১৬॥০ শতক কাত পড়তামত ১ ৯২ আঃ ২০০৲ খং নং ৫৬৭৭ ৪নং লাট থানা ঐ মৌজে লালপুর ১ শতক কাত ১৲ আঃ ৫০৲ খং নং ৪০৪৭ রায়ত স্থিতিবান

নোটিশ

মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বহরমপুর

এতদ্দ্বারা সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কে বন্ধক দিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তবে ২১।১১।৭০ তারিখের মধ্যে যে কোন দিন অফিস কার্য্যকালে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত উপরে উল্লিখিত অফিসে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের আপত্তির বিষয় অবগত করাইবেন।

যে সকল জমি বন্ধক দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিবরণ—

দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা এবং প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ	থানা	পরগণা	তৌজি নং	রেঃ সার্ভে নং	জে, এল নং	মৌজা	খং নং (হাল)	সম্পূর্ণ দাগ নং সমূহ (হাল)	পরিমাণ একর-শঃ	দেয় খাজনা	খতিয়ানে উল্লিখিত মালিকের নাম
শ্রীদাউদ হোসেন গ্রাম পোপাড়া, থানা সাগরদীঘি জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ১৯০০ টাকা	সাগরদীঘি	আকবরসাহী	২৪১	৬১	৮৮	পোপাড়া	৭৯২	১০৫৯	১'৯৮	৫'৭৫	১। দাউদ হোসেন সেখ ২। জানমোহম্মদ সেখ ৩। আবদুল হাকিম সেখ ৪। খাদেম সেখ ৫। আয়েসা খাতুন ৬। হাজী ইমানী মণ্ডল
শ্রীকৃষ্ণনাথ চৌধুরী গ্রাম তারগ্রাম থানা নবগ্রাম জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৪০০০ টাকা	নবগ্রাম	গোয়াস	৫২৩	১৩২	১	তারগ্রাম	১১৯৬	১২৩৮, ১২২১	৪'৯৮	১৫'০৬	কৃষ্ণনাথ চৌধুরী
	„	„	„	„	[illegible]	„	১১৯৭	১২৩১, ১২৩২	০'৪৬	২'৮১	„ „
	„	„	„	„	„	„	১১৯৫	১২৩০	০'১৮	১'০৬	„ „
	„	„	„	„	„	„	২৩৩	১২১৬, ১২৪৬	০'৬২	৩'৮৪	„ „
শ্রীরঞ্জন লেট গ্রাম তারগ্রাম, থানা নবগ্রাম জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৮০০ টাকা	নবগ্রাম	গোয়াস	৫২৩	১৩২	১	তারগ্রাম	৭৬৫	৫০৫, ৫০৭	০'৭৫	০'৫৬	রঞ্জন লেট
	„	„	„	„	„	„	১০০০	২৬৬১	০'৩৩	১'৫০	„ „
শ্রীমহিদ সেখ গ্রাম তারগ্রাম, থানা নবগ্রাম জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৮০০ টাকা	নবগ্রাম	গোয়াস	৫২৩	১৩২	১	তারগ্রাম	৪৭০	২৮৫৩	০'২৪	১'০৯	মহিদ সেখ
	„	„	„	„	„	„	৬২৮	৬৬৩, ৬৬৫	০'০৮	২'৮১	কুমেজান মণ্ডল
শ্রীইয়ামিন সেখ গ্রাম তারগ্রাম, থানা নবগ্রাম জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ২০০০ টাকা	নবগ্রাম	গোয়াস	৫২৩	১৩২	১	তারগ্রাম	৫৬৪	২৬৪৬	০'৬৬	৩'৭০	হাকিম সেখ
	„	„	„	„	„	„	১৪৭৫	২১৯	০'৪১	৩'০৯	ইয়ামিন সেখ
	„	„	„	„	„	„	১৩২	১৩১	০'৫৫	৫'০১	১। ইয়ামিন সেখ ২। কালু সেখ

মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে

২৪-১০-৭০ **N. Banerjee,** ম্যানেজার

আহিরণে অপ্রীতিকর ঘটনা

কয়েক দিন পূর্ব্বে সন্ধ্যার পর আহিরণ গ্রামের শ্রীভক্তিভূষণ দাসের জামাতা গাঙ্গিন নিবাসী শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীমানিকচন্দ্র দাস তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া মুসলমান পল্লীর মধ্য দিয়ে গাঙ্গিন যাইতেছিল। পথিমধ্যে কয়েকটি ছোকরা মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া কুৎসিত ইঙ্গিত করে। মানিক নিরুপায় হইয়া আহিরণ ষ্টেশনের দোকানদারদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে উভয় পক্ষে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কতকগুলি নিরপেক্ষ ব্যক্তির চেষ্টায় পুলিশকে ব্যাপারটা জানান হয়। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ৬।৭ জন কনেষ্টবলকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দিলে সংঘর্ষ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘটনাস্থলে এখন পর্য্যন্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপাল এলাকায়
ভয়াবহ কলেরা

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর এলাকায় গোফুরপুর বরজ, রঘুনাথপুর, মণ্ডলপাড়া, জয়রামপুর পল্লীতে এবং রঘুনাথগঞ্জ গোয়ালপাড়া সংলগ্ন বস্তীতে কলেরা রোগ ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। প্রায় প্রত্যহ ২।১ জন মহাপ্রাণী এই সংক্রামক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

জনসাধারণ সচেষ্ট হয়ে কলেরার প্রতিষেধক টিকা লউন। খাবারের দোকানে খাদ্যদ্রব্য অনাবৃত অবস্থায় রাখা বন্ধ করুন।

বাজারে যাহাতে পচা মাছ বিক্রয় না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখুন। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

বিদেশ যাত্রীর ডাইরীর কয়েক পাতা

—শ্রীশকুন্তলা চৌধুরী

তারপর Mrs. Carne নামক একজন Land-Ladyর হেফাজতে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। ব্রেকফাষ্ট, সান্ধ্য ডিনার ও একটি সুসজ্জিত ঘরের বিনিময়ে আমাকে দিতে হত সপ্তাহে ৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ১০৫ টাকা। Mrs. Carne এর স্বামী কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজারের কাজ করেন। তাঁদের দুটি মেয়ে। তারা সেকেণ্ডারী মডার্ণ স্কুলে পড়ে। প্রত্যেকদিন সকালে আমরা সবাই এক সঙ্গে ব্রেকফাস্ট সেরে ৮½ টার মধ্যে বেরিয়ে পড়তাম নিজের নিজের গন্তব্য স্থলে। অর্থাৎ আমি ইউনিভ সিটিতে, মেয়েদুটি স্কুলে, ভদ্রলোক কর্মস্থলে। এই অবসরে Mrs. Carne বাড়ীর যাবতীয় কাজ সারেন এবং সন্ধ্যা ৬ টার আগেই আমাদের সকলের জন্য ডিনারের আয়োজন প্রস্তুত করে রাখতেন। সারা ইংলণ্ডে এই সন্ধ্যা ৬ টার সময় বাড়ীতে বা হোটেলে উপস্থিত হতে না পারলে সেদিন আর ডিনার জোটার কোন ব্যবস্থা কোথাও নেই। দেশের সর্বত্র চার দফা খাদ্য গ্রহণের সময় একেবারেই নির্দ্দিষ্ট। ইংরাজ জাতির সবল সুঠাম স্বাস্থ্যের এইটি অন্যতম প্রধান কারণ। জাতিগঠন করতে হলে সর্ব্বক্ষেত্রেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মটি যে অবশ্যই মেনে চলতে হবে এই বোধ সকলের মধ্যেই সুস্পষ্ট।

ডিনার শেষে আবার সবাই যার যা' খুশি করতে পারে। অর্থাৎ কেউ ঘরে বসে Television দেখে, কেউ যায় নাচে, কেউ বা বারে, আবার কেউ বা আলোচনাচক্রে। সন্ধ্যা ৫ টার পর দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায়। তবে কাঁচের শো-কেসের মধ্যে থেকে দোকানগুলি আলোতে ঝক্‌মক্ করে। কেবল বারগুলি ও সিনেমাগুলি মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা থাকে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতাম—এই সব কাঁচের শো-কেশ ভেঙে চুরি হয় না কেন এ দেশে!

অবশ্য দোকান খোলা থাকাকালীন এক রকমের চোর মাঝে মাঝে ধরা পড়তে শুনেছি। তারা অধিকাংশই কম বয়সী মেয়েরা। তাদের বলা হয় Shop lifter। সমস্ত দোকানেই থরে থরে জিনিস সাজানো থাকে। যার যা' খুশি জিনিস তুলে নিয়ে কাউণ্টারে গিয়ে দাম দিতে হয়, এই নিয়ম। ওখানে সব দাম কষা হয় মেশিনে। Shop lifterরা থলিতে জিনিস্ ভরে নিয়ে অন্য পথে দোকান থেকে চলে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু দোকানে চোর ধরবার জন্য সাধারণ পোশাকে লোক প্রস্তুত থাকে। তারা সর্বদাই বড় বড় আয়নার মাধ্যমে দোকানের সর্বত্র দৃষ্টি রাখে এবং যথাসময়েই তাকে ধরে ফেলে। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম।

ক্রমশঃ

বাস্তু জমি বিক্রয়

পুরানো হাসপাতালের পিছনে রাস্তার সামনে বাড়ী করিবার উপযুক্ত জমির আর মাত্র ৪টি প্লট বিক্রয় করিবার জন্য আছে।

ডক্টর সতীপতি চট্টোপাধ্যায়

৩১৬, লেক টাউন, কলিকাতা—৫৫

৪২০ হইতে সাবধান

গত ৯ই কার্ত্তিক সোমবার একজন দুষ্টপ্রকৃতির লোক এক নিরীহ-গ্রামবাসীকে ভাল চাউল কিনিয়া দিবার প্রলোভন দেখাইয়া কতকগুলি টাকা লইয়া চম্পট দেয়। স্থানীয় উৎসাহী যুবকগণের চেষ্টায় অপরাধী ধরা পড়ে। এই জাতীয় বদমায়েস লোকের সংস্পর্শ হইতে সাবধান থাকার চেষ্টা করুন।

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাঃ শ্রীউৎপলেন্দু সরকার বি-এস্-সি, বি-ডি-এস্ ডেণ্টাল সার্জ্জনের পরিচালনায় রঘুনাথগঞ্জ শহরে এই সর্ব প্রথম আধুনিক স্টাইলে সুসজ্জিত বিজ্ঞান-সম্মত অপারেশন থিয়েটারযুক্ত ডেণ্টাল ক্লিনিকের উদ্বোধন শীঘ্রই হইবে। ইতিপূর্বে এতদঞ্চলে কোন ডিগ্রি প্রাপ্ত ডেণ্টাল সার্জ্জন না থাকায় সর্বপ্রকারের দন্ত চিকিৎসার জন্য জনগণকে বহরমপুর বা কলিকাতায় যাইতে হইত। ডাঃ সরকারের এই প্রচেষ্টায় জনগণের সেই অভাব দূর হইবে। ডাঃ সরকার স্থানীয় প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীরাধানাথ সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমরা শ্রীমানের সাফল্য কামনা করি।

ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিন স্মরণে

নিবেদিতা বলিয়াছিলেন—"আজ আমি যদি কিছু করিতে চাহি, তাহার একমাত্র কারণ - আমার পিতার ইচ্ছা তাই।' গুরু বিবেকানন্দকে তিনি 'পিতা' আখ্যা দিয়াছিলেন। এমন সমর্পিতা প্রাণা কর্মযোগিনী ও ভক্তিনম্রা ভারতহিতৈষিণী সকল কালের ভারতবাসীর পূজ্যা। লোকমাতা প্রব্রাজিকা নিবেদিতার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমরা তাঁহার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্ন যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীনবীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·৫০ এক টাকা পঁঞ্চাশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮০·০০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৫·০০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ২৫·০০ টাকা। চারি টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)